WEST BENGAL COLLEGE LIBRARIANS' ASSOCIATION (WBCLA) ESTD 1962

W B C L A

News Letter

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র

Vol. XIII, April 2003 — September 2003 No. 2 & 3

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির জন্মগগ্ন থেকে সকল গ্রন্থাগারিক বন্ধু সমিতির সংগে যুক্ত ছিলেন ও আছেন তাঁরা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি ও অন্যান্য দাবীদাওয়া আদায়ে সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস জানেন। আন্দোলন আজও অব্যাহত।

গ্রন্থাগারিকদের ইউ.জি.সি. বেতনক্রম সংক্রান্ত সমস্যাসহ অন্যান্য কতকগুলি সমস্যার সমাধানে সমিতি সফল হয়েছে। অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সমিতির সাফল্য সকলেই জানেন। যদিও ১৯৯৬-এর পূর্বে অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণ সরকারী আদেশ অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পুরোপুরি পাননি। Leave Refusal/ Leave Encashment সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। সরকারী দপ্তরের আমলাতান্ত্রিক শাসনে আক্রান্ত। সর্বস্তরের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মৌলিক অধিকার - পদমর্যাদা ও চাকুরীর শর্তাবলী — আজও পর্যন্ত স্থির হয়নি। গ্রন্থাগারিকরা **"না ঘরকা, না ঘাটকা"** অবস্থায়। ফলে কলেজে কলেজে গ্রন্থাগারিক বন্ধুগণ চরম অবহেলার স্বীকার হচ্ছেন। কর্তপক্ষের খামখেয়ালী শাসন ব্যবস্থায় তাদের কাজ করতে হচ্ছে। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীগণের সুযোগ সুবিধার সুস্পষ্ট আইন রয়েছে। অথচ শিক্ষক সমতুল যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের বিভ্রান্তিকর আইনের ফাঁদে ফেলা হয়েছে। ফলতঃ গ্রন্থাগারিকরা নুন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের জানা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক কলেজের গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিক নেই। নামমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বে। এজন্য, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে অধিকাংশ কলেজগুলির গ্রন্থাগার ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রনীত হয়। আইনে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক ও অশিক্ষক সজ্ঞার মধ্যে না রেখে বিভ্রান্তিকর 'Not Non-